REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৩/০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৲১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১লা আষাঢ় বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 15th June 1921. | ৫ম সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধি। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক নষ্টচিকিৎসক অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরত্ন হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কুচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফস্বলের রোগিগের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য বৃদ্ধি! মূল্য বৃদ্ধি!!

আগামী ১লা এপ্রিল ১৯২১ হইতে হিলিংবামের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। নিম্নে বিশেষ বিবরণ দেখুন।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা-যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। ৩।৪ জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এস, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এস, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এল,আর, সি, এস, এত ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসা পত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ইউরোপীয় যুদ্ধের বৎসর ১৯১৪ হইতে সকল জিনিষের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তদুপরি সম্প্রতি আবার সরকার বাহাদুরের আজ্ঞায় আমদানী শুল্কের হার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে হিলিংবামের মূল্য অল্প পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। অতঃপর হিলিংবামের মূল্য হইবে বড় ৩৲; মাঝারি ২।০ ও ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অনেকেই সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত,সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

আমমোক্তার নামা খারিজ।

—০—

বহুদিন পূর্ব্বে জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীগৌরচন্দ্র দত্তকে আমি আমার আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিনি তদবধি আমার আমমোক্তাররূপে কার্য্য করিতেছিলেন। অদ্য হইতে আমি তাঁহাকে আমার আমমোক্তার হইতে খারিজ করিয়া এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, তিনি আর আমার আমমোক্তার থাকিলেন না, আমার পক্ষে তাঁহার কোন কার্য্য করিবার অধিকার থাকিল না। অতঃপর তাঁহার কোন কার্য্যে আমি বাধ্য হইব না ইতি সন ১৩২৮ সাল ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীবুধ সিং বোথরা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১লা আষাঢ় বুধবার ১৩২৮ সাল।

লালবাগে লালগোলা।

—০—

এইবার লালগোলা থানার দেওয়ানী বিভাগও লালবাগে যাইবার হুকুম হইয়াছে। মুন্সেফী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা মুলতুবী রহিয়াছে তাহাও লালবাগে পাঠাইতে হইবে। নূতন মামলা লালবাগে দাখিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, সরকার যা করেন তাও তাই বলিতে হইবে।

---

৮০ তোলার বাটখারা।

—:০:—

জঙ্গিপুর মহকুমার এক এক স্থানে এক এক রকমের বাটখারা প্রচলিত ছিল। কোথাও ৮০ তোলার সের কোথাও ৬০ তোলার সের কোথাও বা ৫৮৷৷৵০ তোলার সের ওজনে ক্রয় বিক্রয় হইত। এক্ষণে থানায় থানায় হুকুম আসিয়াছে যে ৮০ তোলার ওজনই সর্ব্বত্র চলিবে। তদপেক্ষা কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করিলে আইনানুসারে দণ্ড হইবে। এ ব্যবস্থা ভাল।

কারমাইকেল রোড।

—০—

কারমাইকেল রোড নামক রাস্তাটিকে এই মিউনিসিপ্যালিটীর পোষাকী রাস্তা বা সখের রাস্তা বলা যায়। এই রোড দিয়া কোন গোগাড়ী যাইবার হুকুম নাই। বাস্তবিকই গোগাড়ীতে রাস্তা নষ্ট হয় একথা খুব সত্য। অনেক ভদ্রলোক এই রাস্তায় গিয়া সান্ধ্য ও প্রাতর্বায়ু সেবন করেন। মিউনিসিপ্যালিটী এই রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী গর্ত্তগুলিতে সহরের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্মুখে বর্ষা। বৃষ্টির জলে ও গঙ্গার জলে যখন এই সকল আবর্জ্জনা পচিতে আরম্ভ করিবে, তখন যে এই সখের রাস্তায় বায়ু সেবন দূরে থাক যাতায়াতে দূষিত গ্যাস সেবন করিতে হইবে। কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম।

নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রনে অসুবিধা।

—০—

বর্ত্তমান জন মাসের নীলামের দিন ১ম মুন্সেফীর ১৬ই জুন এবং দ্বিতীয় মুন্সেফীর ১৮ই জুন। ৮ই জুনের জঙ্গিপুর সংবাদে সমস্ত নীলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর নিম্নলিখিত নম্বরগুলি আমাদের ছাপাখানায় ১২ই'১৩ই জুন পাঠাইয়া দেওয়ায় এবং ১৫ই জুনের কাগজে উক্ত বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হইলে দেন্দার ও ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের তাহা পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া সেগুলি ফেরত পাঠান হইয়াছে। আশা করি আগামী মাসে যথা সময়ে আদালত হইতে ইস্তাহারের বিজ্ঞাপনের কাগজ পাওয়া যাইবে।

বিলম্বে প্রাপ্ত ও প্রত্যার্পিত নম্বরগুলি।

প্রথম কোর্ট।

২৯৬ নং পেটী। ৯০০ মনি।

দ্বিতীয় কোর্ট।

৮০৩ নং রেহান, ৮৮৮ মনি, ৯২৮ মঃ ১৩৯ মঃ, ২৮২ মঃ, ৩২১ মনি।

মুঙ্গেরে মুচি ও ধোপা কমিষনার।

—০—

সম্প্রতি মুঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটীতে এক জন মুচী কমিষনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহাতে একজন হিন্দু কমিষনার পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থানে একজন ধোপা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বেশ হইয়াছে!

ভাওয়ালের জাল দ্বিতীয় রাজকুমার।

—:০:—

ঢাকা হইতে ৪ঠা জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, রেভিনিউ বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী ঢাকার কালেক্টর ঘোষণা করিয়াছেন—ভাওয়ালরাজের প্রজাদের জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ পরলোক গমন করিয়াছেন এবং তাঁহার যথারীতি সৎকার হইয়াছে। রেভিনিউ বোর্ডের কাছে তাহার অকাট্য প্রমাণও আছে। অতএব যে সাধু কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছে সে জাল—প্রতারক। কেহ তাহাকে খাজনা কিম্বা চাঁদা দিলে সে জন্য সে নিজে দায়ী।

আমরা বলি "এ অকাট্য প্রমাণ" গুপ্ত না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা কি উচিত নহে। আর যাহারা বলিতেছে সন্ন্যাসী প্রকৃত কুমার, তাহাদের প্রমাণ প্রকাশ্য পরীক্ষা করা কি উচিত নহে?

সুখ নাইরে দুখের কপালে।

—০—

দেশ দেশান্তর হইতে কুলির দল স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া পেটের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য আসামে ভিন্ন ভিন্ন চা বাগানে কার্য্য করিতে গিয়া থাকে। পেটের জ্বালা নিবারণ করিতে গিয়া পিঠের জ্বালা মনের জ্বালা সমস্ত সহ্য করিতে বাধ্য হয়। স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর নির্য্যাতন, পিতামাতার সম্মুখে পুত্রকন্যাগণের নির্য্যাতন দেখা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা ও চা-করগণের অমানুষিক অত্যাচার তাহাদের আর সহ্য না হওয়ায় কুলিগণ দলে দলে তাহাদের সাধের চাকুরী ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে ছিল। পথি মধ্যে চাঁদপুরে বহু কুলি ষ্টীমার অভাবে মজুত হইতে বাধ্য হয়। সেখানে অত্যধিক লোকের সমাগম হওয়ায় কুলিগণের মধ্যে বিসূচিকা রোগ সংক্রামিত হইয়া পড়ে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষিত ধর্ম্মাবতার হুজুর মালিক আথ্যাধারী কর্ম্মচারীগণের সুবিচার ও এই নিরীহ অন্নের কাঙ্গাল শ্রমজীবীগণের পক্ষে বিষ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। জননায়কগণ ও চাঁদপুরের অধিবাসীবৃন্দ এই সকল কুলিক্লেশ নিবারণ জন্য যথেষ্ট যত্নবান হইলেন বটে কিন্তু রাজশক্তিতে শক্তিবান কমিশনার ও সবডিবিসানাল অফিসার এই সকল তৃষিত, ক্ষুধিত ও অর্দ্ধমৃত হতভাগ্যগণের জন্য শেষে দুর্দ্দান্ত গুর্খা সৈন্যের বন্দুকের গুতো ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ষ্টীমারেও যাইতে পাইবেনা, মুসাফেরখানাতেও থাকিতে পাইবেনা এই সকল নিয়ম কি সুশিক্ষিত ইংরাজ রাজ্যে শোভা পায়? আরও দুঃখের বিষয় চাঁদপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনর উভয়েই বাঙ্গালী সাহেব; এই সাহেবদ্বয়ই কুলি নিগ্রহ অভিনয়ের প্রধান অভিনেতা। সরকারী তদন্তে প্রকাশ রাজপুরুষগণের দোষ নাই, যত দোষ কুলিদের আর স্বদেশী নেতৃবৃন্দের। আমরা বলি দোষ কেবল কুলিগণের অদৃষ্টের। তাহারা কাঙ্গাল হইয়া যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহারা সুবিচারের ও সদ্ব্যবহারের আশা করিয়া অপরাধ করিয়াছে। তাহাদের কোষ্ঠীতে লেখা আছে প্রহার। চা-করগণের প্রহার এড়াইয়া আসিলে কি হইবে শেষে যাঁহাদের নিকট লোক বিচার প্রার্থী হয় তাহার ও প্রহার ব্যবস্থা না করিলে কোষ্ঠীর ফল যে ফলে না।

অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।
লক্ষ্মী নিজে হন লক্ষ্মীছাড়া।

সুবিচারের আড়তে আসিয়া অবিচার পাইবে আশ্চর্য্য কি?

(প্রাপ্ত।)

চৌর বেশে চৌকীদার।

—০—

গত রবিবার (২৯শে জ্যৈষ্ঠ) তারিখে

রঘুনাথগঞ্জ থানার ৯নং ইউনিয়নের চৌকীদার কার্ত্তিকচন্দ্র হাড়ি সেখালিপুর নিবাসী রাখালচন্দ্র দাসের কাঁঠাল চুরি করিতেছিল। এমন সময় অম্বিকাচরণ দাস নামীয় একজন প্রতিবেশী জানিতে পারিয়া কয়েকজন লোককে ডাকিয়া তাহাকে তাড়া করায় সে (কার্ত্তিক) তাহাদের প্রতি বল্লম নিক্ষেপ করে ইহাতে ভীত হইয়া তাহারা তাহার পশ্চাৎ ত্যাগ করে এবং পুনরায় গাছতলা গিয়া তাহার চাপরাশ গাছের উপর পায়। তারপর প্রাতঃকালে গ্রামের অন্যান্য লোক প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের নিকট ঐ চাপরাশ লইয়া যায়। প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত ও দফাদার এই চাপরাশ দেখিয়া তাহাকেই চোররূপে সনাক্ত করিয়াছেন।

"সেখালীপুর গ্রামবাসী।"

জঙ্গিপুর মহকুমার হাইস্কুল সমূহের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।

জঙ্গিপুর হাই।

প্রথম বিভাগ।

আবুল খয়ের সেখ, আবদুল হামিদ সেখ, কলিমুদ্দিন বিশ্বাস, বলাই গুপ্ত, ভোলানাথ কেস, গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়, হেরম্ব বন্দোপাধ্যায়, শশাঙ্ক সাহা, অনুকুল দাস।

দ্বিতীয় বিভাগ।

আলি মহম্মদ সেখ, মহম্মদ ইলিয়াস মণ্ডল, গোবর্দ্ধনধারী চট্টোপাধ্যায়, কিশোরী দাস, রাধিকা ভকত, কালী মিত্র, কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বাগচি, গৌর মুখোপাধ্যায়, রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজয় রায়।

তৃতীয় বিভাগ।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, গোপেন্দ্র দাস।

নিমতিতা জি ডি ইনষ্টিটিউসন।

প্রথম বিভাগ।

দক্ষিণা বাগচী, কুলদা মজুমদার, মহম্মদ মকুবল হক, নলিনী পাল, নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য, প্রমথ মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্র গোস্বামী, শিশির ভাদুড়ী, লুৎফুল হক বিশ্বাস, মহম্মদ জাহান বক্স, মহম্মদ সামাদ্দীন, সৈয়দ মহকুম আলি মিয়া, নাজিমুল্লা সেখ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

ফণী দাস, তারাপদ নন্দী, যোগেন্দ্র হালদার, যতীন্দ্র রায়, মস্তাজ আলি সেখ।

তৃতীয় বিভাগ।

ছত্রনাথ ঘোষ।

কাঞ্চনতলা জে, বি, জে ইনষ্টিটিউসন।

প্রথম বিভাগ।

হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবল সরকার, প্রমথ সেন, মৃত্যুঞ্জয় ঝা, সুরেন্দ্র রায়, যতীন্দ্র সরকার, প্রবোধ ঠাকুর, সেখ জোবেদালি, ওয়াসফ আলি মিঞা, সুরেশ রায়।

দ্বিতীয় বিভাগ।

প্রমথ দে, ভোলা সিংহ, সুধীর বসু, হরিহর রায়, শিশির রায়, সেতারুদ্দিন বিশ্বাস।

তৃতীয় বিভাগ।

ধীরেন্দ্র রায়।

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি রক্ত, কফ ও প্রস্রাব আদি পরীক্ষা

করিয়া রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্‌সিন্ ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্সন্ ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান ঃ—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—

বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বৈকালে—৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—

৮২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ,
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য
শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, স্বোপার্জ্জিত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও-উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক ফুলমল্লিকার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেদঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড. ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০, দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ